জেন্ডার মনিটরিং নেটওয়ার্ক

কোভিড -১৯ সাড়া প্রদান জেন্ডার সংবেদনশীল করার লক্ষে সুপারিশমালা

জাতিসংঘ মহাসচিব কোভিড - ১৯ থেকে পুনরুদ্ধার প্রচেষ্টার সকল কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দুতে নারী ও মেয়েদেরকে রাখার যে আহবান জানিয়েছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে এবং নাগরিক সমাজ ও স্থানীয় সংস্থাগুলির সাথে পরামর্শের ভিত্তিতে, আমরা, ইউ এন উইমেন পরিচালিত জেন্ডার মনিটরিং নেটওয়ার্ক এর অধীনে নাগরিক সংগঠনগুলো থেকে কোভিড -১৯ মহামারীর ফলে নারী ও মেয়েদের উপর যে অসামঞ্জস্যপূর্ণ প্রভাব পড়ছে তা নিয়ে উদ্বেগ্ প্রকাশ করছি। নারীবাদী এবং মানবাধিকার নীতি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, জেন্ডার মনিটরিং নেটওয়ার্ক নীতি নির্ধারকদের নারীর মানবাধিকারগুলোকে স্বীকৃতি দেবার এবং কোভিড -১৯ সাড়াদান কর্মসূচীতে আন্তঃবিভাজনগত জেন্ডার সমতার প্রেক্ষিতটি সুসংহত করার আহ্বান জানাচ্ছি , যাতে করে প্রত্যেকের প্রয়োজনীয় তথ্য, পরিষেবা এবং সংস্থান অধিগম্যতা নিশ্চিত হয়। এই কল ফর অ্যাকশনটি (সুপারিশমালা) এই মহামারী দ্বারা সবথেকে বেশি প্রভাবিত ও আক্রান্ত নারী এবং অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর কণ্ঠস্বরকে প্রতিনিধিত্ব করে।

কোভিড -১৯ মহামারী সঙ্কট যত গভীর হচ্ছে, চলাচলের সীমাবদ্ধতা ও সামাজিক বিচ্ছিন্নতা এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক চাপের কারনে বিদ্যমান বৈষম্য আগের তুলনায় ততই বেড়ে যাচ্ছে , এর মধ্যে জেন্ডার বৈষম্য সর্বাধিক বিস্মৃত। মহামারীর প্রভাবে প্রতিটি ক্ষেত্র জুড়ে, যেমন প্রতিরোধমূলক তথ্যের অধিগম্যতা, প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে পানীয় জল, পয়নিষ্কাশন ও স্বাস্থ্যবিধি বিষয়কসুবিধা বাস্তবায়ন, জীবনজীবিকা হারানোর ফলে পরীক্ষা ও চিকিৎসা গ্রহণ এবং সহিংসতা ও অপব্যবহারের মুখোমুখি হবার যে সম্ভাবনা, তা নারী, পুরুষ ও অন্যান্য জেন্ডারের কাছে ভিন্নভাবে অনুভূত হচ্ছে। লকডাউন এবং সামাজিক দূরত্বের কারণে গৃহস্থালি ও সেবাদানকারী কাজের পরিমাণের তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে। নারী ও পুরুষ উভয়ে বাড়িতে থাকা সত্ত্বেও, কোভিড -১৯ এসময় বিশেষত মায়েদের অবৈতনিক গৃহস্থালি কাজ ও শিশুদের যত্নের ভার বাড়িয়ে দিয়েছে। গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত অঞ্চল এবং বস্তি থেকে আগত নারী, মেয়ে শিশু ও হিজড়া সম্প্রদায়, আদিবাসী সম্প্রদায়, প্রবীণ নারী, নারী প্রধান পরিবার, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা পরিবারের মধ্যে সহিংসতার সম্মুখীন হচ্ছেন, এবং গৃহকর্ম ও যৌনকর্মসহ অনানুষ্ঠানিক কাজের মাধ্যমে যে সকল নারী জীবিকা নির্বাহ করেন, তারা তাদের শ্রেণি, জেন্ডার, বৈচিত্র্য, নৃগোষ্ঠী, বিভিন্ন পরিচয়ের মধ্যকার বিদ্যমান বৈষম্যের কারনে আরও আর্থ- সামাজিক প্রান্তিকীকরণের সম্মুখীন হচ্ছে।

প্রস্তাবিত কর্মপদক্ষেপ

আমরা, কল ফর অ্যাকশনে স্বাক্ষরকারীরা, নারী, মেয়ে শিশু ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর উপর কোভিড – ১৯ এর অসামঞ্জস্যপূর্ণ প্রভাবে উদ্বিগ্ন এবং বাংলাদেশ সরকারকে আহবান করছি নিম্নলিখিত পদক্ষেপের মাধ্যমে একটি জেন্ডার সংবেদনশীল, মানবাধিকার ভিত্তিক ও অন্তর্ভুক্তি মুলক কোভিড – ১৯ সাড়াদান কর্মসূচী গ্রহণ করতে।

১। কোভিড – ১৯ এর আর্থ-সামাজিক সমাধানে সুদৃঢ় আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় ব্যবস্থা নিশ্চিত করুন এবং একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করুন যেখানে সরকারী ও বেসরকারীভাবে বিশেষজ্ঞরা অন্তর্ভুক্ত হবেন, যারা সামাগ্রিকভাবে জেন্ডার সমতা ও সর্বাধিক বিপদাপন্ন গোষ্ঠীর সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকে বিবেচনায় নিয়ে একটি সামগ্রিক জেন্ডার ও বৈচিত্রতানির্ভর কোভিড – ১৯ সাড়াদান কর্মসূচী প্রণয়ন নিশ্চিত করবে যাতে কেউই পিছনে পড়ে না থাকে।

২। কোভিড – ১৯ সাড়াদানমুলক পরিকল্পনায় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি করুন এবং নারী ও জেন্ডার বিচিত্র জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থা এবং নেটওয়ার্কের সাথে এ বিষয়ে পরামর্শ করুন। প্রামাণিক তথ্য রয়েছে যে পরামর্শ না করে বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় নারীদের অন্তর্ভুক্ত না করে যে নীতিগুলো তৈরি করা হয়, তা মূলত কম কার্যকরী এমনকি ক্ষতিকারকও হতে পারে।

৩। জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিকারের পরিসেবাগুলোকে আবশ্যিক/প্রয়োজনীয় এবং জীবনরক্ষাকারী পরিষেবা হিসেবে ঘোষণা দিন এবং আক্রান্ত ও ঝুঁকিগ্রস্থ নারীদের জন্য সার্বক্ষণিক বিচার, স্বাস্থ্য ও সামাজিক পরিষেবা অব্যাহত রাখতে অতিরিক্ত বরাদ্দের ব্যবস্থা করুন।

- জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতার শিকার ব্যক্তিদের জন্য অনলাইন ও অফলাইন সহায়তা যেমন জেলা পর্যায়ের পারিবারিক সহিংসতা আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগের তথ্য এবং নির্যাতনের ঘটনার রিপোর্ট দাখিলের উপায়, এমন তথ্যের প্রচার প্রসারিত করতে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে সাহায্য করুন।
- টেলিফোন ও অনলাইন ভিত্তিক কাউন্সেলিং, দ্রুত সাড়াদানকারী হেল্পলাইন বা কার্যকরী পরিষেবামূলক অ্যাপসের সংখ্যা বৃদ্ধি করুন এবং প্রযুক্তি সংযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন সবথেকে বিপদাপন্নও বিভিন্ন জেন্ডারের মানুষের কাছে যাতে এ পরিষেবা পৌঁছায়, তা সুনিশ্চিত করুন। প্রতিবন্ধী, আদিবাসী এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর নারীদের জন্য এই পরিষেবাগুলো বাড়ানোর দিকে বিশেষ মনোযোগ দেয়ার প্রয়োজন রয়েছে।
- উপজেলা পর্যায়ে আইনী সহায়তার জন্য হেল্পডেস্ক স্থাপন করুন।

- জাতীয় ট্রমা কাউন্সেলিং এবং ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারগুলোতে জেন্ডার বিচিত্র জনগোষ্ঠীর জন্য পরামর্শের বিধানসহ সুরক্ষিত পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় পরিষেবা সরবরাহ অব্যাহত রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করুন।
- নারী নির্যাতনের শিকার এবং বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদের যে সরকারী পরিষেবাগুলো দেয়া হয়, তার গুণগত মান, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে পরিষেবাগুলোর নিরীক্ষণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করুন।
- এনজিও দ্বারা পরিচালিত আশ্রয়কেন্দ্রগুলোকে সহায়তা করুন যাতে তারা ক্ষতিগ্রস্তদের সংস্থান, সামর্থ্য, এবং সরঞ্জামাদি যেমন পিপিই, কোভিড প্রতিরোধ ও সাড়াদানমূলক প্রোটোকল এবং পরিবহন ব্যবস্থা করার তহবিল দিয়ে নারী ও জেন্ডার বিচিত্র ব্যক্তিদের জন্য একটি নিরাপদ স্থান সরবরাহ চলমান রাখতে পারে। বৈচিত্র
- যারা ফ্রন্টলাইনে কাজ করছে তাদের মধ্যে নারী পুলিশের সংখ্যা বৃদ্ধি করুন। নারী পুলিশ ডেস্ক যেন সবসময় তাদের কাছে সাহায্যের জন্য করা কলের সময়মত সাড়া ও সাহায্য দেয়, তা নিশ্চিত করুন এবং নারী পুলিশ নেটওয়ার্কের ভুমিকা জোরদার করুন।

৪। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নারী ও মেয়েদের কাছে বাল্যবিবাহ সহ কভিড-১৯ সংক্রান্ত জনস্বাস্থ্য, জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ এবং প্রতিকারমূলক বার্তাগুলো সহজলভ্য যোগাযোগ যেমন- টিভি, রেডিও এবং এসএমএস এর মাধ্যমে পৌঁছে দেয়া নিশ্চিত করুন।

৫। *কোয়ারেন্টাইন* এবং আইসোলেশন কেন্দ্রগুলিতে ত্রাণ বিতরনকালে যৌন শোষণ ও সহিংসতা (পিএসইএ) প্রতিরোধ করতে সঠিক আচরণবিধি গ্রহণসহ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীদের নিয়োগ এবং ত্রাণগ্রহীতাদের মাঝে তথ্য বিতরণ করতে হবে।

৬। নারীরা যে ফ্রন্টলাইন স্বাস্থ্যকর্মী এবং কমিউনিটি হেলথ ওয়ার্কার হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে সে বিষয়টি গুরুত্বের সাথে নজড়ে আনতে হবে। নারী স্বাস্থ্যকর্মীদের নিয়ে যে সামাজিক কালিমা বা অপপ্রচার বিরাজমান, তা মোকাবেলায় সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করুন। নারী-বান্ধব পিপিই সহজলভ্য করাসহ তাদের মানসিক, শারীরিক, যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য সমর্থন করুন। নারীদের পারিবারিক সেবার দায়িত্বগুলো পরিচালনায় সহায়তা করতে তাদের নমনীয় কর্ম-সময় নিশ্চিত করুন এবং কভিড-১৯ নিরাপদ শিশু যত্ন পরিষেবা সহজলভ্য করুন।

৭। কিশোরীদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ রেখে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবার বিধান অব্যাহত রাখা নিশ্চিত করুন।

৮। নারী ও জেন্ডার বিচিত্র ব্যক্তিদের নেতৃত্বাধীন এনজিও এবং স্থানীয় সংস্থাগুলির সাথে অংশীদার হয়ে সরকারের ত্রাণ ব্যবস্থার যেমন খাদ্য ও অর্থ বিতরণ কার্যকরকরণ এবং তদারকি জোরদার করুন, যাতে করে সর্বাধিক বিপদাপন্নতার মধ্যে আছে এমন মানুষদের কাছে এ সুবিধাগুলো নিশ্চিত পৌছায়। ওয়েজ আর্নার ওয়েলফেয়ার বোর্ড ঘোষিত নারী অভিবাসী শ্রমিকদের ফিরিয়ে আনতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সহায়তা এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

৯। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে, এবং বিশেষত অনানুষ্ঠানিক খাতে যারা আয় হারিয়েছেন বা যাদের প্রয়োজনীয় ক্ষতি হয়েছে তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত নারী, মেয়ে এবং জেন্ডার বিচিত্র ব্যক্তিদের লক্ষ্য করে বিদ্যমান সামাজিক সুরক্ষা এবং অর্থপ্রদান কর্মসূচির ব্যবস্থা তাৎক্ষণিকভাবে প্রসারিত করুন। এছাড়াও বর্তমান পরিস্থিতির কারনে অবৈতনিক গৃহস্থালি কাজের চাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় তাদের কাজের সময় হ্রাস করুন।

১০। অর্থনৈতিক সাড়া প্রদান কর্মসূচী এবং পুনরুদ্ধার প্যাকেজগুলো জেন্ডার লেন্স ব্যবহার করে তৈরি করুন, এবং নারী ও পুরুষদের উপর সেগুলোর প্রভাব মূল্যায়ন করুন। সংকট মোকাবেলায় নারীদের

উপকারে আসে, এমন পদক্ষেপই সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে যা তার কাজের সুরক্ষা এবং ব্যবসাকে সহযোগিতা করবে। এসএমই এবং নারী মালিকানাধীন উদ্যোগসহ নারীঅধ্যুষিত ক্ষেত্র এবং পেশাসমূহকে এর অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

১১। কোভিড-১৯ বিষয়ক প্রচারিত সকল তথ্য এবং ডিজিটাল পরিষেবাগুলোতে সকল নারী এবং মেয়েদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার জন্য বেসরকারী খাতের সাথে অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে, সাশ্রয়ী মূল্যের ইন্টারনেট সংযোগ এবং ডিভাইসগুলোতে ভর্তুকি প্রবর্তনপূর্বক নারী ও মেয়েদের সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ডিজিটাল বিষয়ক জেন্ডার বৈষম্য দূর করতে হবে।

১২। জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও মোকাবেলা, বাল্যবিবাহ নিরোধ, নারী ও মেয়েদের জন্য অন্যান্য ক্ষতিকারক প্রথা রোধ এবং গৃহস্থালি ও পারিবারিক সেবা ও কাজের দায়িত্ব ভাগ করে নেওয়ার লক্ষ্যে, প্রতিবন্ধী এবং অন্যান্য বৈচিত্রকে বিবেচনায় রেখে অন্তর্ভুক্তিমূলক জাতীয় অ্যাডভোকেসি এবং মিডিয়া প্রচারাভিযান শুরু করুন।

কল ফর অ্যাকশনটি নিম্নে উল্লেক্ষিত জেন্ডার মনিটরিং নেটওয়ার্ এর অন্তর্ভুক্তনাগরিক সংগঠনগুলো কর্তৃক অনুমোদিত ও সাক্ষরিতঃ
আইন ও সালিশ কেন্দ্র, বন্ধু, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, বাংলাদেশ নারী শ্রমিক কেন্দ্র, বিন্দু, খ্রিস্টান এইড, লাইট হাউজ, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, নারীপক্ষ, এবং প্রত্যয় উন্নয়ন সংস্থা।